# মুসলিম বিদ্বেষী গার্নার এখন ইরাকের ভাগ্যবিধাতা

হানাদার মার্কিন বাহিনীর দখলে রাজধানী বাগদাদসহ ইরাকের সিংহভাগ এলাকা। যুক্তরাষ্ট্র এই দেশটিকে কিভাবে শাসন করবে, তাদের ওপর নির্ভর করছে দুই কোটি ৬০ লাখ ইরাকির ভাগ্য। এ অবস্থায় ভবিষ্যতের ইরাক নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন- **জামান আরশাদ**

মার্কিনিরা সাদ্দামকে উৎখাত করে ইরাকিদের জন্য পৃথিবীটা স্বর্গের মতো সুন্দর করে দিয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে ইরাক থেকে বের হয়ে যাবে। এখন এরকম প্রত্যাশা করা হচ্ছে বোকার স্বর্গে বাস করা। অনেক ফন্দি-ফিকির করে মার্কিনিরা ইরাকে ঢুকেছে। যুগ যুগ ধরে তারা ইরাকে অবস্থান করবে। ইরাক ত্যাগের কোনো ইচ্ছাই তাদের নেই। মার্কিনিরা ইরাক ছেড়ে যাবে না তার প্রধান কারণ হচ্ছে ইরাক যুদ্ধ তাদের একটি ঔপনিবেশিক প্রকল্প।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ করে বর্তমান 'লিটল বুশ' প্রশাসনের ইচ্ছা হলো, ইরাক দখলের পরে তাদের দখলদারিত্ব বজায় রাখা। তাদের পরবর্তী টার্গেট সিরিয়া। এরপর ইরান। এরপরে পর্যায়ক্রমে অন্য আরব ও মুসলিম দেশ দখল করা। তাই যুক্তরাষ্ট্র বাগদাদে ইরাকিদের নেতৃত্বে একটি বেসামরিক প্রশাসন গড়ে দিয়ে বিদায় নেবে- এমন ভাবার কোনো সুযোগ নেই। ইরাকে মার্কিন প্রশাসন গড়ে তোলার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে। বুশ নিজেও নিজেকে আরব বিশ্বের নেতা বলে দাবি করছেন। তার ভাষণ সরাসরি আরবিতে প্রচারিত হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য আরবরা যেন তাকে 'বন্ধুভাবাপন্ন' মনে করে।

আজ ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানি, যতোই যুদ্ধোত্তর ইরাক সরকার জাতিসংঘের মাধ্যমে গঠিত হবে বলে দাবি করুক, যুক্তরাষ্ট্র তা কখনই মেনে নেবে না। সে কথা পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল স্পষ্ট করে বলেছেনও। সেন্ট পিটার্সবুর্গে গত শনিবার 'নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক আইন' শীর্ষক এক সেমিনারে জ্যাক শিরাক, ভ্লাদিমির পুতিন ও গেরহার্ড শ্রোয়েডার যা বলতে চেয়েছেন তা হলো, 'একমাত্র জাতিসংঘই ইরাক পুনর্বিন্যাসের তদারকি করতে পারে। ইরাকের পুনর্গঠন জাতিসংঘের কাঠামোর মধ্যে হচ্ছে। এটি কেবল জাতিসংঘই নিশ্চিত করতে পারে। কারণ জাতিসংঘই একমাত্র সংস্থা যা সর্বজনীন সহযোগিতার প্রতীক।' কিন্তু মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল তাদেরকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, জাতিসংঘের কোনো ভূমিকা থাকবে না। ইরাকে হামলা করার সময় জাতিসংঘ কি যুক্তরাষ্ট্রকে সহযোগিতা করেছিল? এ প্রশ্ন এখন তুলতে পারেন পাওয়েল। তাছাড়া ইরাক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

**তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত হচ্ছে ইরাক**

যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন জেনারেল জে গারনার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হবেন। তার অধীনে তিন অঞ্চলে যে তিনজন প্রশাসক হচ্ছেন, তারাও সবাই মার্কিনি। নিউইয়র্ক টাইমস ও বিবিসির রিপোর্ট অনুযায়ী ইরাককে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে তিনটি প্রশাসনিক কেন্দ্র বসানো হবে। মধ্যাঞ্চলে রাজধানী বাগদাদ, উত্তরে মসুল ও দক্ষিণে বসরা কিংবা উম্ম কাসর এই তিন খন্ডে বিভক্ত হবে ইরাক। ইয়েমেনে সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত বারবারা বোডাইন মধ্যাঞ্চলের বাগদাদ, অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ক্রস মুর উত্তরাঞ্চলের মসুল এবং অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ও টেক্সাসের ব্যবসায়ী রজার বাক ওয়ালটার্স দক্ষিণাঞ্চলের প্রশাসক হবেন। তাছাড়া ছোটখাটো কয়েকটি পদে ইরাকিদেরও রাখা হবে। তবে বাথ পার্টির কাউকে নয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন এতোদিন ধরে বলে আসছিল ভবিষ্যৎ ইরাকের নিয়ন্তা ইরাকিরাই হবেন। তবে সেটি সম্ভবত হচ্ছে না। অন্তর্বর্তী প্রশাসনের কোনো শীর্ষপদেও কোনো ইরাকিকে

*ভাগবাটোয়ারায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন চেনী*

নেয়া হচ্ছে না। তবে ইরাকের নির্বাচিত নেতা, পেন্টাগনের মদদপুষ্ট আহমেদ শালাবি অস্থায়ী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদ পাবেন বলে মনে করা হলেও সে সম্ভাবনা এখন নেই। তার আসল পরিচয় তিনি একজন জোচ্চোর, ব্যাংক জালিয়াত। অন্তর্বর্তী সরকার নিয়ে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল)। এর বাইরে সে বৈঠকে নতুন কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে কিছু কিছু বিষয় আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হতে পারে।

### ইরাক ভাগবাটোয়ারা করে নিলো মার্কিন কোম্পানিগুলো

ইরাক পুনর্গঠনের নামে যে ভাগবাটোয়ারার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে মার্কিন লুক আউট ম্যাগাজিনে নাওমি ক্লেইনের এক রিপোর্টে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন কোম্পানিগুলো ইরাককে একটি স্বর্গরাজ্য হিসেবে ধরে নিয়েছে। যেখানে তারা ব্যবসার অফুরন্ত সুযোগ পাবে। লুক আউট ম্যাগাজিনের রিপোর্ট অনুসারে উম্ম কাসর নগরীর বন্দর নির্মাণে ৪০ লাখ ৮০ হাজার ডলারের ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রাক্ট দেয়া হয়েছে মার্কিন কোম্পানি স্টিভেডরিং সার্ভিসেস অব আমেরিকা (এসএসএ)। ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইরাকের সেতু সড়ক নির্মাণ থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের কাজ দেয়ার জন্য মার্কিন মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলোকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ইরাক পুনর্গঠনের কাজের চুক্তি এর মধ্যেই পেয়ে গেছে ওয়াশিংটন ও নর্থ ক্যারোলাইনার দুটি প্রতিষ্ঠান। ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এআইডি ১ কোটি ডলার কাজের মধ্যে ৭০ লাখ ৯০ হাজার ডলার কাজের চুক্তি বন্টনের কথা জানিয়েছে।

অন্যদিকে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনির হ্যালিবার্টন কোম্পানির সহযোগী প্রতিষ্ঠান কেবিআর ইরাকের তেল ক্ষেত্রগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৭শ' কোটি ডলারের চুক্তি পেয়েছে। এছাড়া এক্সন মোবিল ও শেল কোম্পানিও কিছু পাবে বলে বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত সাদ্দাম বিরোধিরাই এ মাসের প্রথম সপ্তাহে লন্ডনে এক বৈঠক করে যুক্তরাষ্ট্রকে ইরাকের ভাগবাটোয়ারার কাজগুলো কুক্ষিগত করার পরামর্শ দেয়।

### ইসরায়েলপ্রেমী গারনার হচ্ছেন ইরাকের 'মুক্তিদাতা'

পেন্টাগন যার হাতে সাদ্দাম-পরবর্তী ইরাকের নেতৃত্ব তুলে দেয়ার আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার নাম জে গারনার। সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত একজন জেনারেল ও অস্ত্র ব্যবসায়ী। বিচ্ছিন্নতাবাদী

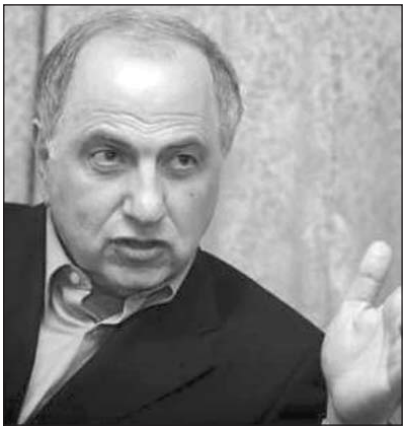

*মার্কিন তাঁবেদার আহমেদ চালাবি*

কুর্দিরা তাকে খুব পছন্দ করে। আরবরা তাকে অবিশ্বাস করে আর তিনি বিশ্বাস করেন ইসরায়েলকে। মধ্যপ্রাচ্যে একটি শক্তিশালী ইহুদি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাকে তিনি জরুরি মনে করেন। এই গারনারই ইরাকের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে যাচ্ছেন।

তবে ইরাকে তিনি যে পদটির দায়িত্ব নিচ্ছেন, সেই পদের পোশাকি নাম অফিস অব রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড হিউম্যানিট্যারিয়ান অ্যাসিসট্যান্স (ওআরএইচএ)। এর সঙ্গে ইরাকের তেল সম্পদের দেখভাল করার কাজটিও তার হাতে থাকছে। তবে পোশাকি নাম খুলে ফেলে প্রচারমাধ্যমগুলো তাকে ইরাকের ভবিষ্যতের বাদশাহ, ভাইসরয়, বাগদাদের শেরিফ-এসব নামে ডাকতে শুরু করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে যে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করে শাসন করার পরিকল্পনা করেছে, গারনার হবেন এর প্রধান নির্বাহী। আঞ্চলিক প্রধানরা তার কাছে জবাবদিহি করবেন।

যেহেতু মধ্যপ্রাচ্যের একটি মুসলিম দেশ ইরাক দখল করে যুক্তরাষ্ট্র কট্টর ক্রিশ্চিয়ান এবং হুইদিপন্থি গারনারকে ওই দেশের জনগণের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে, তাই এখন সর্বসাধারণের কৌতূহল-কে সেই গারনার? কি তার পরিচয়?

১৯৩৮ সালের ১৫ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রে গারনারের জন্ম। সেনাবাহিনীতে যোগ দেন ২২ বছর বয়সে। ভিয়েতনামে যুদ্ধ করেন। ১৯৯৬ সালে সেনাবাহিনীর অ্যাসিসটেন্স ভাইস চিফ অব স্টাফের পদ থেকে অবসর নেন। অবসর গ্রহণের আগে তিনি কৌশলগত ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা কর্মসূচিতে যুক্ত ছিলেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের তারকা যুদ্ধকালে তার নেতৃত্বে কৌশলগত ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা বেশ সাফল্য দেখায়। এরপর থেকেই তাকে 'তারকা যুদ্ধের গুরু' খেতাব দেয়া হয়।

বর্তমান প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ডের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক। পেশাগত সম্পর্কের বাইরে দুজন একে অপরকে 'ব্যক্তিগত বন্ধু' হিসেবে দাবি করে থাকেন। এ কারণেই পেন্টাগনের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক। বলা হয়ে থাকে, সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পরই তিনি ভার্জিনিয়ার আরলিংটন ভিত্তিক 'এসওয়াই কোলম্যান' নামে একটি প্রতিরক্ষা ঠিকাদারি কোম্পানির দায়িত্ব পেয়েছিলেন। কোম্পানিটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির জন্য পরিচিত। তিনি দায়িত্ব নেয়ার পর এই কোম্পানিটির সঙ্গে পেন্টাগনের সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি পায়।

মধ্যপ্রাচ্যের একটি মাত্র দেশের প্রতি গারনারের আস্থা, সে দেশটির নাম ইসরায়েল। ২০০০ সালের অক্টোবর মাসে মার্কিন সেনাবাহিনী ও সিভিলিয়ান মিলিয়ে ৪৩ জন কর্মকর্তা ইসরায়েল সফর করেন। এর মধ্যে গায়নারও ছিলেন। সেখানে এক বিবৃতিতে গারনার সন্ত্রাস সৃষ্টি করে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় ধস নামানোর জন্য ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের তীব্র দোষারোপ করেন। একই সঙ্গে ফিলিস্তিনি সন্ত্রাস লক্ষণীয়ভাবে প্রতিরোধে সক্ষম হওয়ায় তিনি ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর প্রশংসা করেন। স্বাক্ষরযুক্ত ওই বিবৃতিটি পরে জিউস ইনস্টিটিউট ফর সিকিউরিটি অ্যাফেয়ার্স নামে কট্টর ইহুদিপন্থী একটি সংগঠন প্রকাশ করে। এর আগেও একবার গারনার ইসরায়েল সফর করেন। সেটা ১৯৯৮ সালে। সেই সফরের প্রেরণাই ছিল তার দ্বিতীয় সফর।

সাদ্দামবিরোধী কুর্দিদের সঙ্গে তার ভালো যোগাযোগ আছে। উপসাগরীয় যুদ্ধ শেষে তিনি উত্তর ইরাকে কুর্দি শরণার্থী শিবিরে মানবিক সহায়তা নিয়ে গিয়েছিলেন। কুর্দিরা তাকে বিজয়মাল্য দিয়েছিল। সেই থেকে মূলধারার ইরাকিরা বা সুন্নিরা তার সম্পর্কে বিশেষ কোনো ইতিবাচক ধারণা পোষণ করে না। আর ৬৫ বছর বয়স্ক এই গারনারই হতে যাচ্ছেন ২ কোটি ৬০ লাখ লোকের দেশ ইরাকের দন্ডমুন্ডের কর্তা।